11 ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হিসাবে উন্নতি ও অনুন্নতি

(Development and Underdevelopment as a Historical Process)

11.1. ভূমিকা (Introduction) ঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়নের চিরাচরিত তত্ত্বে উন্নয়নকে একটি প্রক্রিয়া বলে ধরা হয়, আর অনুন্নতি বা স্বল্পোন্নতিকে একটি অবস্থা বলে বর্ণনা করা হয়। এই তত্ত্বে কোন দেশের উন্নয়ন অপর দেশের উন্নয়ন বা অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে না। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, এই তত্ত্বে বিভিন্ন দেশের মধ্যে উন্নয়নের মাত্রার তারতম্যের কারণ হল তাদের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রম ও মূলধনের যোগানে পার্থক্য। উন্নয়ন সম্পর্কে এই চিরাচরিত তত্ত্বের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হিসাবে আর একটি নতুন তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। এই নতুন তত্ত্বে কোন দেশের অনুন্নতির প্রকৃতি ও কারণকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেই দেশের উন্নত দেশের উপর নির্ভরশীলতা এবং উন্নত দেশ কর্তৃক শোষণের দ্বারা। মোটের উপর এই নতুন তত্ত্বের বক্তব্য হল যে, বিশ্বের বর্তমান উন্নত দেশ কর্তৃক শোষিত হওয়ার দরুনই বর্তমানে কিছু দেশ অনুন্নত। কেউ কেউ এই তত্ত্বকে নয়া-মার্ক্সবাদী তত্ত্ব বলেছেন, আবার কেউ কেউ একে নির্ভরশীলতা তত্ত্ব (Dependency Theory) বলেছেন। এই তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তারা হলেন Paul Baran, Andre Frank, Geoffrey Kay, Arghini Emmanuel, Samir Amin, Dos Santos, Yves Lacoste এবং আরও অনেকে। সংক্ষেপে এই নির্ভরশীলতা তত্ত্বের বক্তব্য হল যে, উন্নত দেশের উপর স্বল্পোন্নত দেশের নির্ভরশীলতাই ঐ সমস্ত দেশের অনুন্নতির মূল কারণ।

অবশ্য এই সমস্ত লেখকেরা 'নির্ভরশীলতা'র কোন সংজ্ঞা দেন নি। কেবলমাত্র Dos Santos-এর লেখা থেকে আমরা 'নির্ভরশীলতা' পরিভাষাটির একটি নির্দিষ্ট অর্থ পাই। তাঁর মতে, নির্ভরশীলতা হল এমন এক অবস্থা যখন কোন দেশের অর্থনীতি অপর দেশের অধীন এবং ঐ অপর দেশের উন্নয়ন ও বিস্তারের দ্বারা ঐ দেশটির উন্নয়ন সীমায়িত। ঐ দেশটির উন্নয়ন উন্নত দেশটির উন্নয়নের শর্তাধীন (conditioned)। যখন কিছু দেশের উন্নয়ন স্বয়ংচালিত ভাবে ঘটে থাকে, আর সেই উন্নয়নের কিছু সদর্থক বা নঞর্থক প্রভাব অপর দেশের উপর পড়ে, তখন আমরা এই দ্বিতীয় দলের দেশগুলিকে প্রথম দলের দেশগুলির উপর নির্ভরশীল বলতে পারি। আবার, বিভিন্ন অনুন্নত দেশের এই নির্ভরশীলতা সেই সমস্ত দেশের কতখানি অনুন্নতি ঘটিয়েছে তা নিয়েও এই নির্ভরশীলতা তত্ত্বের প্রবক্তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অনুন্নতি ঘটাতে কোন্ ধরনের নির্ভরশীলতার গুরুত্ব কতখানি অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের নির্ভরশীলতার আপেক্ষিক গুরুত্ব—সে সম্পর্কেও রয়েছে মতপার্থক্য। Paul Baran মনে করেন যে, উন্নত বা শক্তিশালী দেশ কর্তৃক নির্ভরশীল দেশ থেকে উদ্বৃত্ত হরণ করাই হল নির্ভরশীল দেশের অনুন্নতির কারণ। অপরদিকে, Frank মনে করেন যে, অনুন্নত দেশে উপনিবেশ স্থাপনই তাদের অনুন্নতির প্রধান কারণ। আবার, Kay মনে করেন যে, অনুন্নত দেশে বাণিজ্য মূলধনের বিশেষ ধরনের ভূমিকাই এ সমস্ত দেশে অনুন্নতির মূল কারণ। Emmanuel-এর যুক্তি, অনুন্নতির কারণ হল উন্নত ও অনুন্নত দেশের মধ্যে দ্রব্যসামগ্রীর অসম বিনিময় হার। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, নির্ভরশীলতা তত্ত্বের বিভিন্ন ভাষ্য রয়েছে এবং তাদের প্রবক্তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু তাঁরা মোটের উপর একটা বিষয়ে **একমত**। এঁরা সকলেই বলেছেন যে, উন্নত দেশের উপর স্বল্পোন্নত দেশগুলির নির্ভরশীলতাই কোন না কোন ভাবে স্বল্পোন্নত দেশে অনুন্নতি ঘটিয়েছে। সুতরাং, নির্ভরশীলতাই অনুন্নতি উদ্ভবের পিছনে প্রধান কারণ। Andreas Boeckh নির্ভরশীলতা তত্ত্বের দুটি মূল বা কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়ের কথা বলেছেন। **প্রথমত,** নির্ভরশীল আর্থ-সামাজিক কাঠামোর গঠন ও পুনর্নির্মাণে অভ্যন্তরীণ ও

বাহ্যিক বিষয়ের মধ্যে সংযোগ প্রভাব এই তত্ত্ব আলোচনা করে। **দ্বিতীয়ত**, নির্ভরশীল দেশগুলিতে উন্নয়নের গতিশীলতা এবং সম্ভাবনা নিয়েও এই তত্ত্ব আলোচনা করে।

নির্ভরশীলতা তত্ত্বের মতে, সমগ্র বিশ্ব উন্নত এবং অনুন্নত এই দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশের দেশগুলিকে বলা হয় 'কেন্দ্র' (centre), আর দ্বিতীয় অংশের দেশগুলিকে বলা হয় 'প্রান্ত' (Periphery)। Frank প্রথম অংশের দেশগুলিকে বলেছেন metropolis, আর দ্বিতীয় অংশের দেশগুলিকে বলেছেন satellite। আবার, কেউ কেউ প্রথম শ্রেণিকে বলেছেন প্রবল বা শক্তিশালী (dominant) এবং দ্বিতীয় শ্রেণিকে বলেছেন নির্ভরশীল (dependent)]। নির্ভরশীলতা তত্ত্বের মতে, কেন্দ্র ও প্রান্তের মধ্যে অসম সম্পর্ক বিদ্যমান। ফলে প্রান্তের দেশগুলি (এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার স্বল্পোন্নত দেশ) বাণিজ্য, বিনিয়োগ, কলাকৌশল প্রভৃতির ব্যাপারে কেন্দ্রের দেশগুলির (পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা) উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা প্রান্তের দেশগুলিতে অনুন্নতির সৃষ্টি করে কারণ এই ব্যবস্থার কেন্দ্রে রয়েছে বিশ্বের শক্তিশালী ধনতান্ত্রিক দেশগুলি যারা নিজেদের স্বার্থে প্রান্তের দেশগুলিকে নানাভাবে শোষণ করে।

11.2. Paul Baran-এর নির্ভরশীলতা তত্ত্ব (Dependency Theory of Paul Baran) :

1958 সালে Paul Baran-এর সুবিখ্যাত পুস্তক *The Political Economy of Growth* প্রকাশিত হবার পর অনুন্নতির নয়া-মার্ক্সীয় তত্ত্ব জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই তত্ত্বকে নির্ভরশীলতা তত্ত্বও (Dependency Theory) বলা হয়। অধ্যাপক Baran-এর (এবং আরও অনেকে, যেমন, Marvin Harris, Marshall Sahlin প্রমুখ) মতে, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং অনুন্নতি উভয়েরই পিছনে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত সংগ্রহ এবং ব্যবহারের বড় ভূমিকা আছে। আমরা জানি যে, মার্ক্সীয় তত্ত্বসহ সমগ্র ধ্রুপদী অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ এবং উন্নয়নে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের ধারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসমস্ত তত্ত্বে উদ্বৃত্তের পরিমাণ এবং তার সংগ্রহ পদ্ধতি অর্থনীতির উন্নয়নের গতিপথ নির্ধারণ করে। Baran যুক্তি দিয়েছেন যে, উপনিবেশগুলি তাদের শাসক (colonisers) দেশগুলির উপর নানাভাবে নির্ভরশীল ছিল। ফলে শাসক দেশগুলি উপনিবেশগুলির উদ্বৃত্ত হরণ করেছে। ফলে উপনিবেশগুলি তাদের বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আর এর ফলেই একদিকে উপনিবেশগুলিতে অনুন্নতি ঘটেছে এবং অন্যদিকে একই সময়ে উপনিবেশকারী দেশগুলিতে উন্নয়ন ঘটেছে। একেই নয়া-মার্ক্সীয় তত্ত্ব বলা হচ্ছে। এই নয়া-মার্ক্সীয় তত্ত্বের মতে, ঔপনিবেশিক শোষণের ফলেই ধনতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব হয়েছে। এভাবে এই তত্ত্বে দেখানো হয়েছে যে, বিশ্ব অর্থনীতিতে এক অংশে ধনতন্ত্রের বিকাশ এবং উন্নতির ফলেই অপর অংশে অর্থনৈতিক অনুন্নতি ঘটেছে।

Baran তাঁর আলোচনায় সুপ্ত অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের (potential economic surplus) ধারণার উপর আলাদাভাবে জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, কোন অর্থনীতিতে একচেটিয়া কাঠামো বজায় থাকলে ঐ অর্থনীতির বিনিয়োগযোগ্য সুপ্ত অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত সমাজের উন্নয়নের জন্য পাওয়া যায় না—সেই উদ্বৃত্তের উৎপাদনশীল ব্যবহার হয় না, তার অপচয় হয়। সুপ্ত অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত চারটি আকারে দেখা দিতে পারে : (i) উদ্বৃত্ত ভোগ, (ii) অনুৎপাদনশীল শ্রমিক, (iii) অনুৎপাদনশীল বিনিয়োগ (যেমন, বিজ্ঞাপন, ফ্যাশন শো, সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা প্রভৃতি) এবং (iv) বাণিজ্যচক্রের ওঠানামাজনিত বা ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের নৈরাজ্যের ফলে সৃষ্ট বেকারি। সুতরাং, স্বল্প উদ্বৃত্ত বা উদ্বৃত্তের অভাবের সমস্যা নয়, সমস্যা হল এই উদ্বৃত্তের উপযুক্ত ব্যবহারের। স্বল্পোন্নত দেশে এই উদ্বৃত্ত অনুৎপাদনশীল ভোগে নষ্ট হয়েছে, রাজারাজড়াদের বিলাসব্যসন এবং জাঁকজমকে বিনষ্ট হয়েছে, যুদ্ধে ব্যয়িত হয়েছে অথবা মন্দির, মসজিদ, গির্জা আর সমাধি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে যখন বাণিজ্য মূলধন ও শিল্প মূলধনের উদ্ভব ঘটেছিল, তখন সেই মূলধনের দ্বারা স্বল্পোন্নত দেশের এই উদ্বৃত্ত উন্নত প্রভু-দেশগুলি (mother country) নিয়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপনিবেশকারী দেশগুলি এই উদ্বৃত্ত নিঃসরণ করে নিজের দেশে পাঠাতে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার

অপব্যবহার করেছিল। এর ফলে তাদের নিজের দেশে মূলধন গঠন প্রক্রিয়া মসৃণ এবং সহজ হয়েছিল। একই সঙ্গে, উপনিবেশগুলি তাদের নিজস্ব উদ্বৃত্ত থেকে বঞ্চিত হল যা তাদের মুলধন গঠনে কাজে লাগাতে পারত। এভাবে Baran দেখিয়েছেন যে, উদ্বৃত্ত দু-দিকে ধারালো ক্ষুরের (two-edged razor) ন্যায় কাজ করেছে। ইহা একই সঙ্গে উন্নতি এবং অনুন্নতির সৃষ্টি করেছে।

Baran-এর তত্ত্বের বিরুদ্ধে দুটি প্রধান **সমালোচনা** করা যেতে পারে। **প্রথমত,** উন্নত দেশ থেকে একচেটিয়া মূলধন অনুন্নত দেশে এসেছিল কারণ এ সমস্ত দেশে মুনাফার হার উন্নত দেশের তুলনায় বেশি ছিল। পুঁজিপতিরা অনুন্নত দেশের সস্তা শ্রম ও কাঁচামাল কাজে লাগিয়ে কম খরচে পণ্য উৎপাদন করতে পারে। তাহলে তারা উদ্বৃত্ত অনুন্নত দেশেই পুনরায় বিনিয়োগ করে না কেন ? কেন তারা উদ্বৃত্ত নিজের দেশে নিয়ে যায় ? Baran-এর তত্ত্বে এই প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া যায় না। **দ্বিতীয়ত,** Baran (এবং Frank-ও) কোন অনুন্নত দেশের শোষণকে ব্যাখ্যা করার জন্য মার্ক্সের শোষণ তত্ত্বের শ্রেণি সংঘাতের ধারণা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু মার্ক্সের তত্ত্ব দুটি শ্রেণির মধ্যে শোষণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমাদের আলোচনায় রয়েছে দুটি দেশ—দুটি শ্রেণি নয়। সুতরাং কোন শ্রেণির দ্বারা কোন শ্রেণিকে শোষণ করার মার্ক্সের যে তত্ত্ব, তা দুটি দেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে কিনা, সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে।

Baran-এর তত্ত্বের এ সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বলা যায় যে, বিশ্বের অনেক দেশেরই অনুন্নতির পিছনে ঔপনিবেশিক শোষণের একটা বড় ভূমিকা আছে। ভারতের উদাহরণ হতেও এর প্রমাণ মেলে। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারত ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসাবে শোষিত হয়েছিল। এই শোষণের দুটি প্রধান রূপ হল : (i) ভারত থেকে বৃটেনে একতরফা অর্থনৈতিক সম্পদের নিঃসরণ (drain) এবং (ii) বৃটিশ বাণিজ্য নীতির দ্বারা ভারতীয় শিল্পের ধ্বংস সাধন বা শিল্পের অপনয়ন (de-industrialisation)। অর্থনৈতিক নিঃসরণ ভারতকে তার উদ্বৃত্ত থেকে বঞ্চিত করেছিল। এই উদ্বৃত্ত ভারতে মূলধন গঠনের ও শিল্পায়নের কাজে ব্যবহৃত হতে পারতো। কিন্তু তা হয়নি। পাশাপাশি এই উদ্বৃত্ত বৃটেনের শিল্পবিপ্লবে সাহায্য করেছিল। এভাবে এক অংশে ঘটেছিল উন্নতি ও অপর অংশে অনুন্নতি। তবুও মানতেই হয় যে, এই নিঃসরণ ভারতের অনুন্নতির একমাত্র কারণ নয়। বৃটেনের সঙ্গে বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত হবার আগে বা ভারতের অর্থনীতি উন্মুক্ত (open) হবার আগে ছিল মুঘল যুগ। এই যুগেও ইউরোপীয় দেশগুলির তুলনায় ভারত ছিল অনুন্নত। এই সময়ের অনুন্নতির পিছনে সম্ভাব্য কারণগুলো হল উদ্বৃত্ত সম্পদের অপবণ্টন এবং অপচয় (misallocation and wastage), বিশেষ ধরনের সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবের জন্য শাসকশ্রেণির অহেতুক জাঁকজমকপ্রিয়তা (extravagance), অনুপ্রেরণার অভাব প্রভৃতি। সুতরাং, কোন দেশের অনুন্নতির জন্য ঔপনিবেশিক শোষণ অন্যতম প্রধান কারণ হলেও একমাত্র কারণ নয়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, অনুন্নতির ব্যাখ্যা হিসাবে এই নয়া-মার্ক্সীয় তত্ত্ব বা নির্ভরশীলতা তত্ত্ব কিছুটা একপেশে (one-sided)।

11.3. ফ্র্যাঙ্ক-এর ঔপনিবেশিক শোষণের তত্ত্ব (Frank's Theory of Colonial Exploitation) ঃ

অনুন্নতি সম্পর্কে নির্ভরশীলতা তত্ত্ব বা নয়া-মার্ক্সীয় তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা হলেন A. G. Frank। তিনি মনে করেন যে, অর্থনৈতিক অনুন্নতির উৎপত্তি ও বিস্তারের পিছনে উপনিবেশবাদ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে কাজ করেছে। Frank-এর যুক্তি এভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। তাঁর মতে, অর্থনৈতিক অনুন্নতি এবং উন্নতি আসলে বিশ্ব অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ারই দুটি দিক। উপনিবেশগুলি থেকে সম্পদ নিঃসরণ করার ফলে ঐ উপনিবেশগুলি তাদের বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ফলে উপনিবেশগুলি অনুন্নতই রয়ে গেছে। একই সঙ্গে উপনিবেশন স্থাপনকারী দেশগুলিতে উদ্বৃত্ত বেড়েছে এবং তা ঐ সমস্ত দেশের মূলধন গঠনে সাহায্য করেছে।

এর আগে Yves Lacoste বলেছিলেন যে, বৈদেশিক প্রভাবের কথা বাদ দিলে অনুন্নত দেশের সমস্যা ঠিকভাবে অনুধাবন করা যাবে না। তাঁর মতে, অনুন্নত দেশে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুপ্রবেশের ফলেই

অনুন্নতির উদ্ভব হয়েছে। অবশ্য Lacoste উপনিবেশবাদকে অনুন্নতির একমাত্র কারণ বলে মনে করেন না, যদিও এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ। অনুন্নতির কারণ হিসাবে উপনিবেশবাদের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন Frank তাঁর *On Capitalist Underdevelopment* নামক বইয়ে।

Frank-এর মতে, অনুন্নতির অর্থ নিছক উন্নতির অভাব নয়। বিশ্ব অর্থনীতিতে যখন কোন উন্নয়ন ঘটেনি, তখন অনুন্নতি বলেও কিছু ছিল না। তিনি বলেছেন, উন্নতি এবং অনুন্নতির মধ্যে সম্পর্ক নিছক তুলনার সম্পর্ক নয়, অর্থাৎ কিছু অঞ্চল অন্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি উন্নত বা অনুন্নত এরূপ অর্থে উন্নতি এবং অনুন্নতি শব্দ দুটি সম্পর্কযুক্ত নয়। উন্নতি এবং অনুন্নতি আসলে ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের সাধারণ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ধনতান্ত্রিক উন্নয়ন মৌলিকভাবে সংঘাতপূর্ণ উন্নয়ন। শোষণই হল এর ভিত্তি। আর এর ফলেই সৃষ্টি হয়েছে উন্নতি এবং অনুন্নতি।

Frank যুক্তি দিয়েছেন যে, উন্নতি এবং অনুন্নতি উভয়েই রীতিবদ্ধভাবে এবং সর্বত্র উপনিবেশবাদের সহিত জড়িত। বাস্তবিকপক্ষে, এরা উপনিবেশবাদেরই ফল। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা বলতে কতকগুলি সম্পর্ককে বোঝায় যার মধ্যে আধিপত্য (domination), অধীনতা বা বশ্যতা (subordination) এবং শোষণের মুখ্য ভূমিকা থাকে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার প্রায় সমস্ত দেশই, যারা বর্তমানে অনুন্নত দেশের অন্তর্ভুক্ত, একসময় বর্তমানের কোন না কোন উন্নত দেশের উপনিবেশ ছিল। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে জাপানই প্রথম উন্নত হয়, আর জাপান কখনোই সেই অর্থে উপনিবেশ ছিল না। জাপানের ব্যাপারটি একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা, যা থেকে শিক্ষালাভ করা যেতে পারে। এখানে শাসকশ্রেণি দেশটির উন্নয়নের জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বিশ্ব অর্থনীতিতে উপনিবেশবাদী, সাম্রাজ্যবাদী এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতা, সেই সম্পর্কের মধ্যে জাপান কখনোই আসে নি বা এই জটিল আবর্তের মধ্যে পড়ে নি। জাপানের বিদেশি সরকার কোন বৈদেশিক বিনিয়োগ বা সাহায্য ছাড়াই জাপানের শিল্পোন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জাপানকে তাই উপনিবেশবাদের কুফল ভোগ করতে হয়নি। সেজন্যই এশিয়ার অন্য দেশগুলোর তুলনায় জাপান অনেক বেশি উন্নত হতে পেরেছে।

Frank তাঁর তত্ত্বে অ-উন্নত (undeveloped) এবং স্বল্পোন্নত (underdeveloped) এই দুই শ্রেণির দেশের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে, পশ্চিম ইউরোপের নতুন দেশগুলি কখনোই স্বল্পোন্নত ছিল না, সেগুলি ছিল অনুন্নত। কিন্তু এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে স্বল্পোন্নতির কারণ হল বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে এই দেশগুলির যোগাযোগ এবং লেনদেন। তাদের ঔপনিবেশিক পরিচিতি এবং অবস্থানই (status) তাদের অর্থনৈতিক ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারণ করে দিয়েছে। Frank যুক্তি দিয়েছেন যে, এর ফলেই ঐ দেশগুলি প্রাথমিক দ্রব্যের রপ্তানিকারী এবং শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানিকারী দেশে পরিণত হয়েছে। এর ফলেই তাদের উৎপাদন ও ভোগ কাঠামো বিচ্ছিন্ন (dislocated) হয়ে গেছে। এই ঔপনিবেশিক ধরনের বাণিজ্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ এর ফলেই ঐ সমস্ত দেশে বাণিজ্য মূলধন (merchant capital) শিল্প মূলধনে (industrial capital) রূপান্তরিত হতে পারে নি। Pombal-এর 1755 সালের লেখা প্রবন্ধ হতে উদ্ধৃতি দিয়ে Frank স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে পোর্তুগাল অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল হয়েছে এবং ইংলণ্ডের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। Frank অনুশোচনা করেছেন যে, অনেক বছর পর Ricardo তাঁর তুলনামূলক সুবিধার তত্ত্বের ভিত্তিতে ইংলণ্ডকে কাপড় তৈরিতে এবং পোর্তুগালকে মদ তৈরিতে বিশেষায়ণের সুপারিশ করেছেন। কিন্তু Frank মনে করেন যে, এতে পোর্তুগালের ক্ষতি হয়েছে। কাপড় তৈরিতে বিশেষায়ণ ঘটালে শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়ে, আর মদ তৈরিতে বিশেষায়ণ ঘটালে কৃষি দ্রব্যের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। আর তাই ইংলণ্ড শিল্পায়িত দেশে পরিণত হয়েছে, পোর্তুগাল হয় নি।

এভাবে Frank দাবি করেন যে, বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ এই মতকেই প্রতিষ্ঠিত করে যে, অনুন্নতি এবং উপনিবেশবাদ একে অপরের সঙ্গে উভয় দিক হতেই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ উপনিবেশ দেশ মানেই

সেই দেশটি অনুন্নত, আর উপনিবেশ না হলে অথবা উপনিবেশকারী দেশ হলে সেই দেশটি উন্নত। প্রশ্ন হল, উপনিবেশবাদের বিশেষ কোন জিনিসটি অনুন্নতির জন্য বিশেষভাবে দায়ী ? Frank দাবি করেন, তথ্য প্রমাণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ধনতান্ত্রিক কোন দেশের অধীনে 'অর্থনৈতিক' উপনিবেশ হয়ে থাকলে ঐ উপনিবেশ দেশটির অনুন্নতি ঘটে। তাই Frank-এর মতে, অনুন্নতি এবং অর্থনৈতিক উন্নতি উভয়েই বিশ্বব্যাপী এক পরস্পর সংযুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফল। সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি হল ধনতন্ত্র। ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বে উন্নতি ও অনুন্নতি একই সঙ্গে দেখা দিতে থাকে। Frank বলেছেন যে, ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় বাণিজ্যবাদের (marcantilism) প্রসারের ফলে বিশ্বব্যাপী এক পরস্পর সংযুক্ত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার (a single integrated capitalist system of worldwide scale) উদ্ভব ঘটে। এর ফলে কেন্দ্র বা Metropole-এর উন্নয়ন সাধিত হয়। কেন্দ্র বা Metropole তার প্রান্তীয় (periphery) বা Satellite দেশগুলিকে শোষণ করে। এই শোষণের পদ্ধতি এবং মাত্রা এমন যে কেন্দ্রস্থিত দেশটির উন্নতি ঘটে, আর প্রান্তীয় দেশগুলি অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়। এভাবে কেন্দ্র বা Metropole-এর উন্নতি এবং প্রান্তের দেশের অনুন্নতি একই সঙ্গে ঘটে থাকে। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, তারা উভয়েই একই প্রক্রিয়ার অংশ। ধনতান্ত্রিক বিশ্বে উন্নতির বিস্তার এবং অনুন্নতির ব্যাপ্তি (development of the development and development of the underdevelopment) উভয় প্রক্রিয়াই আন্তর্জাতিক স্তরে এবং বিভিন্ন জাতীয় স্তরে চলতে থাকে। Frank দাবি করেছেন যে, এই অনুন্নতি থেকে মুক্তির উপায় হল সমাজতন্ত্র। যে সমস্ত দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কেবলমাত্র সেই সমস্ত দেশই কেন্দ্র কর্তৃক প্রান্তীয় দেশের শোষণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। তিনি মনে করেন যে, সমাজতন্ত্রই হল ধনতান্ত্রিক শোষণ তথা অনুন্নতি থেকে মুক্তির পথ। অনুন্নতির অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র পথ হল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা (The only way out of underdevelopment is the way out of the capitalist system)।

বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ Frank-এর তত্ত্বের নানা সমালোচনা করেছেন। কয়েকটি প্রধান **সমালোচনা** নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। **প্রথমত,** অনুন্নতির ব্যাখ্যা দিতে Frank দ্রব্যের বিনিময় সম্পর্ক বা বাণিজ্য মূলধনের ভূমিকার উপর জোর দিয়েছেন। দ্রব্যের উৎপাদন সম্পর্ক বা শিল্প মূলধনের ভূমিকা তিনি অবহেলা করেছেন। কিন্তু অনুন্নতির পিছনে শিল্প মূলধনেরও ভূমিকা আছে। **দ্বিতীয়ত,** Frank-এর তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের পূর্বে অনুন্নতি বলে কিছু ছিল না। ইহা ঐতিহাসিকভাবে সত্য নয়। **তৃতীয়ত**, Frank দাবি করেছেন যে, অনুন্নতি এবং উপনিবেশবাদ পরস্পরের সঙ্গে উভয়দিক থেকেই সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ উপনিবেশ হওয়ার ফলে কোন দেশ অনুন্নত, আবার কোন দেশ উপনিবেশকারী বলে উন্নত। কিন্তু সুইডেন ও নরওয়ের কোন উপনিবেশ ছিল না। কিন্তু তারা উন্নত দেশ। Frank-এর তত্ত্ব এই জাতীয় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। **চতুর্থত,** Frank দাবি করেছেন যে, অনুন্নতি থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হল ধনতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে বা ধনতন্ত্রের পথ থেকে সরে গিয়ে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু বিগত শতাব্দীর শেষের দশকের ইতিহাস থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সমাজতন্ত্রও একটি উন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে টেকেনি। সমাজতন্ত্র আজ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে নানা সংকটের সম্মুখীন। বিশ্ব অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্র আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে। **পঞ্চমত,** Frank-এর *On Capitalist Underdevelopment* বইয়ে অনুন্নতি সম্পর্কে আলোচনা আদৌ বিশ্লেষণধর্মী (analytical) নয়। অর্থনৈতিক তত্ত্ব কখনোই কিছু ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা পছন্দ-অপছন্দের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে না। নিজের কোন বিশ্বাস বা প্রতীতিকে সেখানে যুক্তি ও বিশ্লেষণের উপর দাঁড় করাতে হয়। Frank-এর তত্ত্বে তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসের (conviction) কথা যতটা আছে, ব্যক্তিগত বিবৃতি (statement) যতটা আছে, ততটা বিশ্লেষণ বা যুক্তিনির্ভর আলোচনা নেই।

11.4. বাণিজ্য মূলধন ও অনুন্নতি : Kay-র তত্ত্ব (Merchant Capital and Underdevelopment : Kay's Theory) :

ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে মূলধনের বিভিন্ন রূপ ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে Geoffrey Kay কোন দেশের অনুন্নতির অবস্থাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। অনুন্নতির মার্ক্সীয় ব্যাখ্যার তিনিও একজন প্রবক্তা। তাঁর মতে, বাণিজ্য মূলধনের সঙ্গে অনুন্নতি এবং উন্নতির প্রক্রিয়া গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। Kay বলেছেন, ঔপনিবেশিক যুগে স্বল্পোন্নত দেশে উন্নত দেশ থেকে আসা বাণিজ্য মূলধন উন্নত দেশের শিল্প মূলধনের প্রতিনিধি (agent) হিসাবে কাজ করেছে এবং বাণিজ্য মূলধনের এই ভূমিকাই স্বল্পোন্নত দেশের অনুন্নতির জন্য দায়ী।

Kay-এর যুক্তি হল, ব্যবসায়ীরা উৎপাদন কৌশলের কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে মুনাফা অর্জন করে না, তারা মুনাফা অর্জন করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যভাবে বলতে গেলে, বাণিজ্য মূলধন কোন মূল্য সৃষ্টি করে না বা পণ্য উৎপাদন করে না। তা শুধু পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে। ব্যবসায়ীরা যত বেশি বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, মুনাফার হারও তত বেশি হয়। বিশ্ব অর্থনীতিতে যখন শিল্প মূলধনের আধিপত্য কায়েম হয় নি, তখন বাণিজ্য মূলধনেরই আধিপত্য ছিল। কিন্তু সেই আধিপত্যের যুগেও বাণিজ্য মূলধন প্রতিযোগিতার সুবিধা নেয় নি। বরং বাণিজ্য মূলধন প্রতিযোগিতা এড়িয়ে গেছে। ইহা প্রতিযোগিতার নীতি ছেড়ে দিয়ে বরং সরকারি সাহায্য চেয়েছে ব্যবসার বিভিন্ন ক্ষেত্রে একচেটিয়া অবস্থার সুযোগ পাওয়ার জন্য। ফলে উৎপাদনী শক্তির বিকাশে বাণিজ্য মূলধনের ভূমিকা তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। দ্রব্য বিনিময়ের জগত হতে বেরিয়ে বাণিজ্য মূলধন কখনোই দ্রব্য উৎপাদনের জগতে প্রবেশ করতে পারেনি। আমরা Kay-র তত্ত্ব অনুসরণ করে দেখাব কীভাবে বাণিজ্য মূলধন শিল্প মূলধনের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেছে এবং এই ভূমিকায় ইহা কীভাবে স্বল্পোন্নত দেশে অনুন্নতির প্রসারে সাহায্য করেছে।

উন্নত দেশ থেকে আসা বাণিজ্য মূলধন অনুন্নত দেশের অ-ধনতান্ত্রিক (non-capitalist) উৎপাদকদের কাছ থেকে কাঁচামাল কেনে। এই কাঁচামাল বিক্রি করা হয় উন্নত দেশের উৎপাদকদের কাছে। শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী তৈরী করতে এই কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়। এই কাজটি করে শিল্প মূলধন। এখন, এই উৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের একটা অংশ বাণিজ্য মূলধন কেনে। এই শিল্পজাত দ্রব্য স্বল্পোন্নত দেশে বিক্রি করা হয়। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, বাণিজ্য মূলধন চার রকমের বিনিময়ের কাজ করে : দু'টি ক্রয়ের আর দু'টি বিক্রয়ের। আমরা সমগ্র বিনিময় পদ্ধতিটি বা বিনিময় চক্রটি (circuit) এভাবে প্রকাশ করতে পারি :

$$M—C—M'—C'—M''.$$

সমগ্র বিনিময় প্রক্রিয়ার প্রথম অংশের মুনাফা হল $(M'—M)$। এই মুনাফা দু'টি সূত্র থেকে আসতে পারে :

(i) ব্যবসায়ীরা কাঁচামাল কেনার সময় স্বল্পোন্নত দেশের উৎপাদকদের কাঁচামালের জন্য কম মূল্য (value) দিতে পারে।

(ii) এই কাঁচামাল উন্নত দেশে শিল্প মূলধনের কাছে বিক্রির সময় বেশি মূল্য নিতে পারে।

প্রথম বিনিময়ের ক্ষেত্রে যে মুনাফা পাওয়া যাচ্ছে তা কাঁচামালের উৎপাদকদের উদ্বৃত্ত থেকে সরাসরি আসছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিনিময়ের ক্ষেত্রে মুনাফা উৎপাদনশীল মূলধনের উদ্বৃত্ত মূল্য থেকে পরোক্ষভাবে আসছে।

তেমনি, বিনিময় চক্রের দ্বিতীয় অংশেও $(M'—C'—M'')$ একই রকমের পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে। এক্ষেত্রে মুনাফার পরিমাণ হল $(M''—M')$। এই মুনাফা আসতে পারে দু'ভাবে :

(iii) বাণিজ্য মূলধন শিল্পজাত দ্রব্য কেনার সময় শিল্প মূলধনকে কম মূল্য দিতে পারে।

(iv) বাণিজ্য মূলধন স্বল্পোন্নত দেশে শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রির সময় বেশি মূল্য নিতে পারে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বাণিজ্য মূলধনের মুনাফার মোট উৎস হল দু'টি : (i) উন্নত দেশের উৎপাদনশীল মূলধনের উদ্বৃত্ত মূল্য এবং (ii) স্বল্পোন্নত দেশের অ-ধনতান্ত্রিক উৎপাদকদের উদ্বৃত্ত মূল্য।

Kay বলেছেন যে, বৃটেনে যখন শিল্প মূলধনের বিকাশ ঘটল, তখন বাণিজ্য মূলধনেরও রূপান্তর ঘটল। স্বদেশে আর বাণিজ্য মূলধনের আধিপত্য রইলো না। দেশের উৎপাদকদের নিকট কাঁচামাল বিক্রির সময় বেশি দাম নিয়ে অথবা তাদের কাছ থেকে শিল্পজাত দ্রব্য কেনার সময় কম দাম দিয়ে তারা যে উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করত, তা করার ক্ষমতা কমে গেল। ফলে এই দেশীয় সূত্র থেকে বাণিজ্যের মুনাফার হার হ্রাস পেল। তখন বাণিজ্য মূলধন বিদেশের সূত্র থেকে অর্থাৎ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বেশি উদ্বৃত্ত আহরণের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। কিন্তু এখন শিল্প মূলধনের আধিপত্য বেশি। ফলে বাণিজ্য মূলধনের ঐ মুনাফায় শিল্প মূলধনও ভাগ বসাতে লাগলো। তখন বাণিজ্য মূলধন আরও বেশি অসম বিনিময় হারের দ্বারা মুনাফার হার বাড়াতে সচেষ্ট হল। কিন্তু বাণিজ্য মূলধনের এভাবে শোষণের হার বাড়িয়ে মুনাফা বাড়ানোর ক্ষমতা বা সম্ভাবনা কিছুটা সীমিত। শিল্প মূলধন উৎপাদন কৌশলের পরিবর্তন বা উন্নতি ঘটিয়ে এরূপ শোষণের হার বাড়াতে পারে। কিন্তু বাণিজ্য মূলধনের সে ক্ষমতা নেই। এই মূলধন শুধু পণ্য বিনিময়ের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত; পণ্য উৎপাদন বা মূল্য-সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত নয়। Kay-র মতে, এভাবে বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত বাণিজ্য মূলধন বিশ্বের বিভিন্ন অংশে সংকটের সম্মুখীন হয়।

Kay বলেছেন যে, উন্নত দেশগুলিতে যখন শিল্প মূলধনের ক্ষমতা বাড়ল এবং শিল্প মূলধন যখন বাণিজ্য মূলধনের উপর আধিপত্য বিস্তার করল, তখন বাণিজ্য মূলধন কিন্তু অবলুপ্ত হল না। বাণিজ্য মূলধন বিশ্ব অর্থনীতিতে তার পুরনো দু'রকম আকারেই রয়ে গেলো : (i) বাণিজ্য মূলধন আগের মতোই তার নিজের ব্যবসা চালিয়ে যেতে লাগলো এবং (ii) শিল্প মূলধনের প্রতিনিধি হিসাবেও কাজ করতো। একদিকে ইহা নিজের জন্য মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করতো এবং অপরপক্ষে ইহা শিল্প মূলধনের জন্যও মুনাফা অর্জন করতো। যতদিন পর্যন্ত অনুন্নত দেশে শোষণের হার বাড়িয়ে বাণিজ্য মূলধনের মুনাফা বাড়ানো গিয়েছিল, ততদিন পর্যন্ত বাণিজ্য মূলধনের এই দু'রকম কাজের মধ্যে বিরোধ বড় হয়ে দেখা দেয় নি। কিন্তু যখন শোষণের মাত্রা বা হার নানা কারণে কমে গেল, বাণিজ্য মূলধন তখনই একটা সংকটের সম্মুখীন হল। মুনাফা কমে যাওয়ায় বাণিজ্য মূলধন তার বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে স্বাধীনতা এবং একাধিপত্য ভোগ করতো তা হারালো। বাণিজ্য মূলধন তখন শিল্প মূলধনের শুধুমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে বাধ্য হল।

Kay উল্লেখ করেছেন যে, অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমী দেশগুলোতে বাণিজ্য মূলধন শিল্প মূলধনের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশে সেই পরিবর্তন ঘটে নি। Kay এর পিছনে দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন। **প্রথমত,** স্বল্পোন্নত দেশের যে প্রচলিত অর্থনৈতিক কাঠামো তাকে বাণিজ্য মূলধন ধ্বংস করেছিল। এসমস্ত দেশে বাণিজ্য মূলধনের স্থানীয় ভিত্তি বা শিকড় ছিল না। বাণিজ্য মূলধন এসেছিল উন্নত দেশ থেকে। স্বল্পোন্নত দেশগুলি ছিল উপনিবেশ, তারা উপনিবেশকারী (colonisers) নয়। Kay মনে করেন যে, এর ফলে বাণিজ্য মূলধনের কার্যাবলির প্রসারের বিবিধ সুফলের প্রায় কিছুই স্বল্পোন্নত দেশগুলি পায় নি। **দ্বিতীয়ত,** উনবিংশ শতাব্দীর আগে বাণিজ্য মূলধন স্বাধীনভাবে কাজ করত। কিন্তু উন্নত দেশগুলিতে শিল্প বিপ্লবের পর বাণিজ্য মূলধন শিল্প মূলধনের প্রতিনিধিতে পরিণত হয়। স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে বাণিজ্য মূলধনের দুটি রূপই বজায় ছিল ঃ স্বাধীন রূপ ও নির্ভরশীল রূপ। তবে দুটি রূপই বজায় থাকলেও বাণিজ্য মূলধন আর তেমন স্বাধীনভাবে নিজের তত্ত্বাবধানে স্বল্পোন্নত দেশে বাণিজ্য করতে পারলো না। সেখানেও তাকে শিল্প মূলধনের প্রতিনিধি হিসাবেই মূলত কাজ করতে হত। Kay মনে করেন যে, উনবিংশ শতাব্দীতে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব থেকেই উপনিবেশগুলিতে অনুন্নতির শুরু।

Kay-এর মতে, শিল্প মূলধনের প্রতিনিধি হিসাবে বাণিজ্য মূলধন শিল্প মূলধনের তিন ধরনের স্বার্থরক্ষার কাজ করত। **প্রথমত,** স্বল্পোন্নত দেশগুলি শিল্প মূলধনের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সুলভ উৎস হয়ে দাঁড়াল। **দ্বিতীয়ত,** এই দেশগুলি সস্তায় খাদ্যদ্রব্যও সরবরাহ করত। **তৃতীয়ত,** অনুন্নত দেশগুলি শিল্প মূলধনের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের বিস্তীর্ণ বাজারও দিতে পেরেছিল।

এধরনের কাজকর্মের ক্ষেত্রে বাণিজ্য মূলধনের অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের। শিল্প মূলধনের প্রতিনিধি হিসাবে এসকল কাজকর্মের ক্ষেত্রে বাণিজ্য মূলধনের কিছু বাড়তি সুবিধা ছিল। **প্রথমত,** শিল্প মূলধনের প্রতিনিধি

হিসাবে কাজ করার ক্ষেত্রে তার কিছু সুবিধা ছিল। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সে কাজে লাগাতে পেরেছিল। **দ্বিতীয়ত,** শিল্প মূলধনের প্রয়োজনমত স্বল্পোন্নত দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাকে বাণিজ্য মূলধন পুনর্গঠিত করে নিয়েছিল। **তৃতীয়ত,** ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাণিজ্য মূলধন স্বল্পোন্নত দেশে নানা সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রেই এই বিশৃঙ্খলা নিজের স্বার্থে এবং শিল্প মূলধনের স্বার্থে ঘটানো হয়েছিল। এ সমস্ত কারণে শিল্প মূলধন আর উন্নত দেশ থেকে স্বল্পোন্নত দেশে আসার তাগিদ অনুভব করে নি। সরাসরি এসে বিনিয়োগ করার যাবতীয় সুবিধা সে তার প্রতিনিধি বাণিজ্য মূলধন মারফত পেয়ে গেছে। এ সবের ফলে বাণিজ্য মূলধনের আধিপত্য স্বল্পোন্নত দেশে দীর্ঘদিন বজায় ছিল। কিন্তু উন্নত দেশে শিল্প মূলধন বাণিজ্য মূলধনের উপর জয়লাভ করেছিল। Kay-এর মতে, স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে এটা ছিল দু'দিক থেকে ক্ষতিকর। একদিকে বাণিজ্য মূলধন স্বল্পোন্নত দেশে তার নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা দিয়েছিল। অপরপক্ষে, ইহা স্বল্পোন্নত দেশের উৎপাদন কাঠামোকে ভেঙে এমনভাবে পুনর্গঠন করেছিল যাতে শিল্প মূলধনের স্বার্থ রক্ষিত হয়। এর ফলেই স্বল্পোন্নত দেশে শিল্পায়ন ঘটেনি—দেশগুলি অনুন্নত রয়ে গেছে।

Kay-এর তত্ত্বের বিরুদ্ধে কয়েকটি **সমালোচনা** করা যায়।

প্রথমত, যানবাহন ও যোগাযোগের ভূমিকাকে Kay অবহেলা করেছেন। এগুলো ছাড়া বাণিজ্য মূলধন স্বল্পোন্নত দেশে প্রবেশ করতে পারতো না।

দ্বিতীয়ত, অনেক স্বল্পোন্নত দেশে বাণিজ্য মূলধন কিছু কৃষিজাত রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদন শুরু করেছিল, যেমন, চা, রবার, কফি প্রভৃতি। এক্ষেত্রে বাণিজ্য মূলধন নিজেই শিল্প মূলধন হিসাবে কাজ করেছে। অবশ্য অধ্যাপিকা Myint দেখিয়েছেন যে, কৃষিজাত রপ্তানি দ্রব্যের প্রসার স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করতে পারে নি।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভূমিকাকেও Kay-এর তত্ত্বে অবহেলা করা হয়েছে। বিশ্ব ইতিহাসে আদি উপনিবেশ স্থাপনকারী দেশ হল পোর্তুগাল এবং স্পেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবে এই দেশগুলো তাদের উপনিবেশ থেকে সংগৃহীত বিপুল সম্পদ তখন ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারে নি। তাই বৃটেনের আগে তাদের শিল্প বিপ্লব ঘটে নি। অন্যদিকে, বৃটেন তার উপনিবেশ থেকে পাওয়া সম্পদকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পেরেছিল। তাই বিশ্বের প্রথম শিল্প বিপ্লব বৃটেনেই সংঘটিত হয়।

চতুর্থত, Kay তার আলোচনা এমন সময় থেকে শুরু করেছেন যখন উন্নত দেশে বাণিজ্য মূলধনের উদ্ভব ঘটেছে এবং তা ইতিমধ্যেই স্বল্পোন্নত দেশে প্রবেশ করেছে। সুতরাং উন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশের মধ্যে তখনই একটা ব্যবধান ছিল। Kay-এর তত্ত্বে এই প্রাথমিক ব্যবধানের উৎসকে ব্যাখ্যা করা হয় নি। পরবর্তীকালে উন্নত ও অনুন্নত দেশের উন্নতির স্তরের যে ব্যবধান বা পার্থক্য ক্রমাগত বেড়েছে, Kay-এর তত্ত্ব সেই বর্ধমান ব্যবধানকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে মাত্র।

এসব সমালোচনা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, বাস্তবের পরিসংখ্যান থেকে Kay-এর তত্ত্বের সমর্থন মেলে। উদাহরণস্বরূপ, ঔপনিবেশিক যুগে ভারত থেকে বৃটেনে একতরফাভাবে সম্পদের নিঃসরণ ঘটেছিল। বৃটেন তার রাজনৈতিক ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে ভারতের শিল্পকাঠামোকে ধ্বংস করেছিল। ভারতে দীর্ঘদিন ধরে শিল্প অপনয়ন (de-industrialisation) প্রক্রিয়া চলেছিল। তাই ভারতের সম্পদ তার নিজের শিল্পোন্নয়নে ব্যবহার করা যায় নি। ঔপনিবেশিক যুগ আর নেই। কিন্তু বর্তমানে উন্নত দেশের বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি রয়াল্টি, মুনাফা, কৃৎকৌশল হস্তান্তর ইত্যাদির নামে স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে নানাভাবে শোষণ করছে এবং নিজেদের দেশে প্রচুর সম্পদ নিয়ে যাচ্ছে। এভাবে বহুজাতিক কর্পোরেশনের মাধ্যমে এক নয়া-উপনিবেশবাদ (neo-colonialism) বা নয়া-সাম্রাজ্যবাদ (neo-imperialism) চালু হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। অর্থনৈতিক শোষণের দিক থেকে দেখতে গেলে পূর্বের রাজনৈতিক উপনিবেশবাদের সঙ্গে আজকের নয়া-উপনিবেশবাদ বা নয়া-সাম্রাজ্যবাদের কোন পার্থক্য নেই বলে তাঁরা মনে করেন। এই সমস্ত ঔপনিবেশিক শোষণের জন্যই স্বল্পোন্নত দেশগুলি তাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় তেমন সাফল্য লাভ করছে না।

তবুও বলতেই হয় যে, বাণিজ্য মুলধনের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শোষণের দ্বারা অনুন্নতির ব্যাখ্যা আংশিক মাত্র এবং অবশ্যই একপেশে। ইহা অনুন্নতির একমাত্র কারণ নয়। অনুন্নতির পিছনে আরো অনেক কারণ আছে।

11.5. অসম বিনিময় তত্ত্ব (Theory of Unequal Exchange) ঃ

নির্ভরশীলতা তত্ত্বের কয়েকজন প্রবক্তা অর্থনৈতিক অনুন্নতিকে অসম বিনিময়ের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এই শ্রেণির লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন Arghini Emmanuel। তাঁর মতে, উন্নত ও অনুন্নত দেশের মধ্যে বাণিজ্যের সময় অসম বিনিময় ঘটে। তিনি এই অসম বিনিময়কেই উন্নয়নের পার্থক্যের (unevenness of development) জন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী বলে মনে করেন। তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, অসম বিনিময় অনুন্নতির 'সম্পূর্ণ' ব্যাখ্যা নয়, তবে তাঁর দাবি যে, এটাই 'প্রাথমিক স্থানান্তর প্রক্রিয়া' (elementary transfer mechanism) যার দ্বারা অনুন্নত দেশ থেকে উন্নত দেশে সম্পদের স্থানান্তর ঘটেছে।

নির্ভরশীলতা তত্ত্বের প্রবক্তারা অসম বিনিময়ের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। কোন কোন অর্থনীতিবিদ অসম বিনিময় বলতে স্বল্পোন্নত দেশের প্রতিকূল বাণিজ্য হার বা বাণিজ্য হারের অবনতিকে বুঝিয়েছেন। Emmanuel অবশ্য অসম বিনিময়কে Prebisch-Singer ধরনের বাণিজ্য হারের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন নি অথবা Kay-র বাণিজ্য মুলধনের ধারণার দ্বারাও ব্যাখ্যা করেন নি। একচেটিয়া কর্তৃত্ব কিংবা লুণ্ঠন ও প্রতারণার উপরও তাঁর তত্ত্বকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন নি। বরং তিনি অসম বিনিময়কে ব্যাখ্যা করার জন্য মার্ক্সের মূল্যের শ্রম তত্ত্বকে (Labour Theory of Value) ব্যবহার করেছেন। পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক কাঠামোয় মার্ক্সের শ্রম তত্ত্বের পরিবর্ধন ঘটিয়ে তার উপর Emmanuel তাঁর অসম বিনিময়ের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। Auto Bauer এবং পরে Henric Grossman বহু আগেই এরূপ ধারণা দিয়ে গেছেন। তাকেই উন্নততর ও মার্জিত রূপ দান করেন Emmanuel.

Emmanuel-এর মতে, উন্নত এবং অনুন্নত দেশের মধ্যে উৎপাদন কৌশল ও মজুরিতে পার্থক্যের দরুন তাদের মধ্যে বাণিজ্যে অসম বিনিময় ঘটে থাকে। স্বল্পোন্নত দেশে মজুরি কম। ফলে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ব্যয় তথা দাম সেখানে কম। অন্যদিকে, উন্নত দেশে মজুরির হার বেশি। ফলে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ব্যয় এবং তাদের দাম বেশি। এভাবে, উন্নত দেশের দ্রব্যসমাগ্রীর তুলনায় স্বল্পোন্নত দেশের দ্রব্যসামগ্রী সস্তা হওয়ায় এই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য হলে সেই বাণিজ্যে অসম বিনিময় ঘটে। উন্নত দেশ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ আমদানি দ্রব্য পেতে স্বল্পোন্নত দেশকে বেশি পরিমাণ দ্রব্য রপ্তানি করতে হয়।

Emmuanuel-এর তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল যে, এই অসম বিনিময়ের দ্বারা স্বল্পোন্নত দেশগুলি উন্নত দেশ দ্বারা শোষিত হয়। স্বল্পোন্নত দেশগুলি তাদের দ্রব্যসামগ্রী মূল্যের (value) কম দামে বিক্রি করে এবং উন্নত দেশ থেকে দ্রব্যসামগ্রী মূল্যের বেশি দামে ক্রয় করে। এই তত্ত্বের আর একটি সিদ্ধান্ত হল যে, স্বল্পোন্নত দেশের জনগণকে শোষণের দ্বারা উন্নত দেশের শ্রমিকেরা লাভবান হয়। এই শোষণের ফলেই অনুন্নত দেশটি অনুন্নত থেকে যায়, আর উন্নত দেশটি আরো উন্নত হতে থাকে। Emmanuel এভাবেই বিভিন্ন দেশের মধ্যে উন্নয়নের অসমতাকে ব্যাখ্যা করেছেন। অবশ্য অনেক অর্থনীতিবিদ এই তত্ত্বের প্রযোজ্যতা (applicability) সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। মার্ক্স তাঁর শোষণের তত্ত্ব আলোচনা করেছেন একটি দেশের সীমার মধ্যে। সেখানে বিভিন্ন শিল্পে মুল্য ও মুনাফার হার সম্পর্কে আলোচনা করে মার্ক্স দেখিয়েছেন কীভাবে শোষণের উদ্ভব হয় এবং কীভাবে এক শ্রেণি আর এক শ্রেণিকে শোষণ করে। মার্ক্সের এই তত্ত্ব যা একটি দেশের বিভিন্ন শিল্প এবং বিভিন্ন শ্রেণির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা আন্তঃদেশীয় মডেলে প্রযোজ্য হবে কিনা সে সম্পর্কে অনেক অর্থনীতিবিদ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

অধ্যাপক Aminও অসম বিনিময়ের একটি ধারণা দিয়েছেন। তাঁর দেওয়া ধারণাটি Emmunuel-এর ধারণার খুবই কাছাকাছি (akin)। Amin-এর মতে, কেন্দ্র ও প্রান্তের (centre and periphery) দেশগুলির মধ্যে অসম বিনিময়ের কারণ হল তাদের মজুরিতে পার্থক্য। কেন্দ্রের দেশগুলিতে শ্রমিকের

উৎপাদনশীলতা বেশি বলে মজুরি বেশি। তেমনি, প্রান্তের দেশগুলিতে শ্রমিকের কম উৎপাদনশীলতার দরুন মজুরি কম। এখন, প্রান্তের দেশগুলিতে অর্থাৎ স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে মজুরি কম হওয়ার দরুন উদ্বৃত্ত মূল্যের হার বেশি। কেন্দ্রস্থিত দেশগুলির পুঁজিপতিদের প্রান্তের দেশগুলির রপ্তানি ক্ষেত্রে আধিপত্য বেশি। ঐ রপ্তানি ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত মূল্যের হার বেশি হওয়ায় তারা এখানে উৎপাদন ও রপ্তানি করতে আগ্রহী হয়। এভাবে তারা স্বল্পোন্নত দেশের উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে। ঐ উদ্বৃত্ত মূল্য অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পাওয়া যায় না। অনুন্নত দেশটি অনুন্নতই থেকে যায়।

অনেকে যুক্তি দিয়েছেন যে, নির্ভরশীলতার অসম উন্নয়ন তত্ত্ব আসলে প্রেবিশ-সিঙ্গার তত্ত্বেরই একটি রূপ। তাঁরা এই দুই তত্ত্বকে প্রায় একই তত্ত্ব (similar) বলে মনে করেন। মোটামুটিভাবে, অসম উন্নয়ন তত্ত্বে বলা হয় যে, কেন্দ্রের উন্নত দেশগুলি প্রান্তের দেশগুলিকে শোষণ করে। তারা অনুন্নত দেশগুলিকে প্রাথমিক দ্রব্য রপ্তানি করতে বাধ্য করে। আয় এবং দাম উভয়েরই সাপেক্ষে এসমস্ত দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। ফলে স্বল্পোন্নত দেশগুলির রপ্তানি আয় বাড়ে না। বরং প্রাথমিক দ্রব্যের দামের স্বল্পকালীন ওঠানামায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে তাদের লেনদেন ব্যালান্সেও সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়া, অসম বিনিময় তত্ত্বের আর একটি যুক্তি হল যে, স্বল্পোন্নত দেশের বাণিজ্য হারে অবনতি (deterioration) ঘটে। কেন্দ্রের উন্নত দেশগুলিতে উপাদানের উৎপাদনশীলতা যে হারে বাড়ে, উপাদানের দাম তার চেয়ে বেশি হারে বাড়ে। কিন্তু প্রান্তের স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে উপাদান আয় উৎপাদনশীলতা অপেক্ষা কম হারে বাড়ে। এর প্রধান কারণ হ'ল উৎপন্ন এবং উপাদানের বাজারে কেন্দ্রের দেশগুলির একচেটিয়া অবস্থান। এর ফলেই উন্নত দেশগুলি তাদের উপাদানের ক্রমবর্ধমান আয় বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু প্রান্তের দেশগুলিতে তা ঘটে না। সেখানে উৎপাদনশীলতা বাড়লে দ্রব্যসামগ্রীর দাম কমে যায়। এজন্য বাণিজ্য হার প্রান্তের দেশগুলির প্রতিকূলে চলে যায়। এ সমস্ত ধারণাই Prebisch-Singer-এর প্রতিকূল বাণিজ্য হারের তত্ত্বের খুবই কাছাকাছি। Raol Prebisch তাঁর Centre-Periphery তত্ত্বেও অনুরূপ কথা বলে গেছেন। অবশ্য তিনি তাঁর তত্ত্বে মার্ক্সের শোষণ তত্ত্বের উল্লেখ করেন নি। যদিও তাঁর তত্ত্বের মূল বক্তব্য পরবর্তীকালের অনুন্নতির মার্ক্সীয় ব্যাখ্যার খুবই কাছাকাছি। সেজন্য অনুন্নতির ব্যাখ্যা হিসাবে অসম বিনিময় তত্ত্বকে অনেকে আলাদা কোন তত্ত্ব বা অনুন্নতির নতুনতর কোন ব্যাখ্যা বলে মানতে রাজি নন।

1.6. অনুন্নতির নয়া-মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা ঃ সংক্ষিপ্তসার (Neo-Marxian Apprach to Underdevelopment : A Summary) ঃ

রিকার্ডোর মডেলে কোন দেশের প্রসার বা অনুন্নতি সেই দেশের শ্রেণি কাঠামো এবং উদ্বৃত্তের সংগ্রহ ও ব্যবহারের পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। সেখানে একটি বদ্ধ অর্থনীতির কথা ভাবা হয়েছে। মার্ক্সীয় তত্ত্ব অনুন্নতির কারণ অনুসন্ধান করতে মুক্ত অর্থনীতির প্রেক্ষাপট বিবেচনা করেছে। এই তত্ত্বের মতে, অনুন্নত দেশে অনুন্নতির কারণ হল উন্নত দেশ কর্তৃক বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে অনুন্নত দেশের শোষণ। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, উন্নত দেশ কর্তৃক ঔপনিবেশিক শোষণ। এই মতবাদ ক্ল্যাসিকাল উন্নয়ন তত্ত্বের বিরোধী। ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বে বৈদেশিক বাণিজ্যকে উন্নয়নের ইঞ্জিন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। Adam Smith অবাধ বাণিজ্যকে সমর্থন করেছেন কারণ এতে বাজার প্রসারিত হবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ সম্ভবপর হবে। এর পূর্বে বাণিজ্যবাদীরা (Mercantilists) সংরক্ষণমূলক বাণিজ্যের (protective trade) পক্ষে প্রচার করেছিলেন। পরবর্তীকালে Keynes এই ধারণাকে সমর্থন করেছেন এই যুক্তিতে যে, এর ফলে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ প্রবণতা বাড়বে। ফলে কার্যকরী চাহিদা বাড়বে এবং অনিচ্ছাকৃত বেকারি কমবে। কিন্তু মার্ক্সীয় তত্ত্ব এ সকল ধারণার বিরোধী। অনুন্নতির নয়া-মার্ক্সীয় তত্ত্বের উল্লেখযোগ্য বক্তারা হলেন Geoffrey Kay, Paul Baran, Gunder Frank, Arghini Emmanuel প্রমুখ।

মার্ক্সের মতে, ধনতন্ত্রের উদ্ভবের সাথে সাথে উপনিবেশবাদের জন্ম হয়। এর দুটি স্তর : বাণিজ্যিক ধনতন্ত্র (merchant or commercial capitalism) এবং শিল্প ধনতন্ত্র (industrial capitalism)।

ব্যবসায়ীদের মুখ্য উদ্দেশ্য হল ক্রমাগত বেশি সম্পদ আহরণ করা। এই উদ্দেশ্য পূরণে তারা বৈদেশিক বাণিজ্য হারকে (terms of trade) নিজেদের অনুকূলে রাখে অর্থাৎ সস্তায় জিনিস কেনে ও বেশি দামে বিক্রি করে। যখন একটি কৃষি-অর্থনীতি উপনিবেশে পরিণত হয়, তখন সেই দেশটি তার প্রভু-দেশকে দু'ভাবে সেবা করে : সস্তায় কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য যোগান দিয়ে এবং শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য বিস্তীর্ণ বাজারের যোগান দিয়ে। এভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য উপনিবেশের উদ্বৃত্ত নিঃসরণে drain-এর কাজ করে—Robertson কথিত Engine of Growth এর ভূমিকা নয়। ঔপনিবেশিক শোষণ এভাবে উপনিবেশে অনুন্নতির সৃষ্টি করে।

Marx কে অনুসরণ করে Kay বলেছেন, বাণিজ্যিক পুঁজি কোনো মূল্য সৃষ্টি করে না। ফলত, কোনো উদ্বৃত্ত মূল্যও (surplus value) সৃষ্টি করে না। এই মূলধন কৃৎকৌশলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে মুনাফা অর্জন করে না, মুনাফা অর্জন করে শুধুমাত্র বাজারকে নিয়ন্ত্রিত করে। নানারকমের একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে ও একচেটিয়া সুবিধা ভোগের জন্য নানা সরকারি সাহায্য নিয়ে এরা বাজারকে নিয়ন্ত্রিত করে মুনাফা অর্জন করে।

Kay-র মতে, উন্নত দেশের বাণিজ্য মূলধন অনুন্নত দেশে অ-পুঁজিবাদী উৎপাদকের কাছ হতে কাঁচামাল কেনে এবং তা উন্নত দেশে বিক্রি করে। উন্নত দেশে এগুলোর দ্বারা শিল্পজাত পণ্য তৈরি হয়। এই শিল্পজাত পণ্যের একটি অংশ আবার বাণিজ্য মূলধন কেনে এবং অনুন্নত দেশে বিক্রি করে। সুতরাং বাণিজ্য মূলধন মোট চারটি বিনিময়ের কাজ করে—দুটি কেনার এবং দুটি বেচার। এক্ষেত্রে বাণিজ্য মূলধনের আবর্তনের রূপটি হ'ল : M—C—M´—C´—M´´. প্রথম ভাগের মুনাফা (M´—M) আসতে পারে দুটি উৎস হতেঃ (1) ব্যবসায়ীরা অনুন্নত দেশ থেকে কাঁচামাল তাদের 'মূল্য' (value) অপেক্ষা কম দামে কিনতে পারে। (2) ব্যবসায়ীরা ঐ কাঁচামাল উন্নত দেশের শিল্পপুঁজির কাছে মূল্যের বেশি দামে বিক্রি করতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে মুনাফাটি হ'ল কাঁচামালের উৎপাদকের কাছ হতে সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে উদ্বৃত্ত মূল্য অপহরণ করা। দ্বিতীয়টি হল, উৎপাদনী মূলধনের কাছ হতে উদ্বৃত্ত মূল্য পরোক্ষ ভাবে আত্মসাৎ করা। ঠিক একইভাবে, দ্বিতীয় পর্যায়ের বিনিময়ের (M´—C´—M´´) মধ্যে মুনাফার (M´´—M´) দুটি রূপ থাকবে। এভাবে বাণিজ্য মূলধন অনুন্নত দেশ হতে সম্পদ আহরণ করে। Kay বলেছেন, ঔপনিবেশিক যুগে উন্নত দেশ থেকে আগত বাণিজ্য মূলধনের এই ভূমিকাই উপনিবেশগুলোর অনুন্নতির জন্য দায়ী।

Kay-র মতে, বৃটেনে যখন শিল্প মূলধনের আধিপত্য বাণিজ্যিক মূলধন অপেক্ষা বেড়ে গেল, তখন এই বাণিজ্যিক মূলধন উপনিবেশগুলিতে শিল্প বা উৎপাদনী মূলধনের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে লাগল। এরা সস্তায় কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য উপনিবেশ থেকে কিনতে লাগল এবং সেখানে শিল্পজাত দ্রব্য চড়া দামে বেচতে লাগল। শুধু তাই নয়, শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সুনিশ্চিত করতে এরা দেশীয় শিল্পগুলোকে ধ্বংস করল। রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে চড়া হারে নানা শুল্ক বসিয়ে দেশীয় শিল্পগুলোকে নষ্ট করলো। এভাবে লুণ্ঠন ও দস্যুতার দ্বারা উন্নত দেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটল, আর উপনিবেশগুলো অনুন্নতই রয়ে গেল।

Paul Baran-ও অনুরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। তাঁর মতে, উন্নতি ও অনুন্নতি হল ধনতান্ত্রিক দেশের মূলধন গঠনের ফল। Frank বলেছেন, অনুন্নতির কারণ হ'ল উপনিবেশবাদ। এর ফলেই বিশ্বের এক অংশ উন্নত এবং অপর অংশ অনুন্নত। এছাড়া Frank, Sahlin, Farinni, Emmanuel এবং Amin মনে করেন যে, অনুন্নতির কারণ হ'ল বৈদেশিক বিনিয়োগ, বৈদেশিক সাহায্য এবং অসম বিনিময় হার। এগুলোই অনুন্নত দেশ হতে উদ্বৃত্ত নিষ্কাশনে সাহায্য করেছে এবং Metropolis-Satellite সম্পর্ক বা Centre-Periphery (কেন্দ্র-প্রান্ত) সম্পর্ক তৈরি করেছে। এই সম্পর্ক Satellite বা Periphery থেকে সম্পদ আহরণ করেছে এবং একে অনুন্নত করে রেখেছে, এবং অন্যদিকে Centre বা Metropolis-কে সেই নিষ্কাশিত সম্পদের দ্বারা উন্নততর করেছে।

Emmanuel অনুন্নতিকে অসম বিনিময়ের হারের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। মার্ক্সের মূল্যের শ্রমতত্ত্বকে আরও প্রসারিত করে তিনি দেখিয়েছেন যে, অনুন্নত দেশগুলি তাদের দ্রব্যগুলো মূল্যের কমে বিক্রি করে,

আর উন্নত দেশ হতে দ্রব্য কেনার সময় তাদের মূল্যের বেশি দিতে হয়, অর্থাৎ অসম বিনিময় হারের দ্বারা তারা শোষিত হয়। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে উন্নত দেশের শ্রমিকেরা অনুন্নত দেশের জনগণকে শোষণের দ্বারা লাভবান হয়।

এখন, অনুন্নতির এই নয়া-মার্ক্সীয় তত্ত্বের একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়নের চেষ্টা করা যেতে পারে। নয়া-মার্ক্সীয় তত্ত্বে অনুন্নতিকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিচার করা হয়েছে। Marx-আশা করেছিলেন যে উপনিবেশগুলিতেও একদিন ধনতান্ত্রিক দেশের সংস্পর্শে আসার ফলে সেখানে ধনতন্ত্রের উন্মেষ ঘটবে, ধনতান্ত্রিক দেশটি উপনিবেশের প্রাক-ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিকে ধ্বংস করবে এবং ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি ও সংগঠন গড়ে তুলবে। কিন্তু ভারতের অভিজ্ঞতা তা বলে না। এখানে ঔপনিবেশিক শোষণ তার ধ্বংসাত্মক ভূমিকা ভালভাবেই পালন করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তি তার বাণিজ্য নীতির দ্বারা ভারতীয় শিল্পকে ধ্বংস করেছিল কিন্তু পাশাপাশি পুনর্নির্মাণের ভূমিকা (Regenerating role) পালন করেনি। সুতরাং এখানে মার্ক্সের ভবিষ্যদ্বাণী ফলেনি।

তাছাড়া Frank বলেছেন যে, অনুন্নতি ও উপনিবেশবাদ সর্বদাই একত্র বিরাজমান। কিন্তু ইতিহাসে বিপরীত চিত্রও পাওয়া যায়। মুঘল আমলে ভারত উপনিবেশ ছিল না, কিন্তু অনুন্নত ছিল। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চিনে ঔপনিবেশিক শোষণ তেমন ছিল না, কিন্তু চিন তখন ছিল অনুন্নত। তাছাড়া, Frank এবং Baran-এর তত্ত্বে কেন অনুন্নত দেশ হতে সম্পদ নিষ্কাশন করে নিয়ে যাওয়া হবে, কেন তা এখানেই পুনঃবিনিয়োজিত হবে না তার কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। তাছাড়া, মার্ক্সের শোষণতত্ত্ব দুটি শ্রেণির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এটি দুটি দেশের মধ্যেও প্রযোজ্য হবে কিনা, সে সম্পর্কেও বিতর্কের অবকাশ আছে। সবশেষে, মার্ক্সীয় তত্ত্বে অনুন্নত দেশের কৃষিতে আধা সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক ও জনসংখ্যাবৃদ্ধির সমস্যা কীভাবে অনুন্নতি ঘটায়, সে সম্পর্কে কোন আলোকপাত করা হয়নি।

উপসংহারে বলতে পারি যে, অনুন্নতির নয়া-মার্ক্সীয় তত্ত্ব নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যর্থ। নীতি নির্ধারণ (Policy making) করতে গেলে সেই দেশের বর্তমান কাঠামো ও উৎপাদন সম্পর্ক বিবেচনা করা প্রয়োজন—সেই দেশের ঐতিহাসিক বিবর্তন নয়। অনুন্নত দেশের কৃষিতে আধাসামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সংগঠন ও জনসংখ্যাবৃদ্ধির সমস্যা এখানে উদ্বৃত্ত আহরণে বাধা দেয় এবং উদ্বৃত্তের অনুৎপাদনশীল ব্যবহার ঘটায়। অনুন্নতির নয়া-মার্ক্সীয় তত্ত্ব এই প্রধান বিষয়কে অবহেলা করার ফলে ভবিষ্যত নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের মূল্য খুবই কম। Ricardo-Lewis-জাতীয় মডেল এই কেন্দ্রীয় সমস্যার প্রতি আলোকপাত করে বলেই ভবিষ্যত নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সেটির গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি। তথাকথিত বুর্জোয়া তত্ত্ব এই পরিপ্রেক্ষিতে নয়া-মার্ক্সীয় তত্ত্ব অপেক্ষা উন্নততর বলে মনে হয়।